দৈনিক খবর

তারিখ 01 JAN 1993
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষার হালচাল

প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সদ্য প্রকাশিত এক রিপোর্টে দেশের প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থবিরতা বিরাজের অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এই স্থবিরতার কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে : (১) কতিপয় ক্ষেত্রে শিক্ষকদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে অনীহা ও বিদ্যালয়ে অনুপস্থিতি, (২) মাঠ পর্যায়ে তদারকির কাজে নিযুক্ত কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ও ব্যর্থতা, (৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অনিয়মিত ক্লাস ও ক্লাসে লেখাপড়া শেখাবার সময়ের স্বল্পতা, (৪) ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল ত্যাগ, (৫) স্কুল ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষক, অভিভাবকদের নিষ্ক্রিয়তা, (৬) অভিভাবক সমাজের বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রতিনিধিদের প্রাথমিক শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ততার অভাব ইত্যাদি। এ ছাড়া অবকাঠামোগত শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতাসহ আরো কিছু সমস্যাকে প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থবিরতা বিরাজের কারণ হিসেবে চিহ্নিত করাহয়েছে।

এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণের কোন অবকাশ নেই যে, আমাদের মত দরিদ্র ও পশ্চাৎপদ দেশের দ্রুত উন্নয়নের প্রশ্নে শিক্ষার বিকল্প আর কিছু হতে পারে না। বিলম্বে হলেও জাতি এখন উপলব্ধি করতে পারছে যে, দেশের জনসাধারণকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রেখে আমরা যতই চেষ্টা করি না কেন, অন্তহীন সমস্যার আবর্ত থেকে এ দেশকে কখনোই মুক্ত করা সম্ভব হবে না। জাতীয়ভাবে এ উপলব্ধির ফলশ্রুতিতেই আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প গ্রহণ করা। ১৯৯২ সালের জানুয়ারী মাস থেকে দেশের ৬০টি থানায় এই প্রকল্পের কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু হয়েছে। পর্যায়ক্রমে তা বাদবাকী অন্য থানা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এই প্রকল্পের আওতায় প্রাথমিক স্কুলে পড়ার উপযোগী বয়সের ছেলে- মেয়েদের স্কুলে ভর্তি করার ব্যাপারটি বাধ্যতামূলক। এই বিধান ভঙ্গ করলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। এদিকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে সরকার জাতীয় বাজেটে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণও বাড়িয়ে দিয়েছেন বলে আমরা জানি: সন্দেহ নেই, বিলম্বে হলেও সরকার কর্তৃক গৃহীত এসব ব্যবস্থা প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, যে উদ্দেশ্যে এসব ব্যবস্থা তাই যদি সফল না হলো তাহলে এসব ব্যবস্থা দিয়ে কি লাভ?

প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে স্থবিরতা সৃষ্টির যে অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং এজন্যে যে কারণগুলোকে দায়ী করা হয়েছে সেগুলো বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যকে বানচাল করবে। আমরা জানি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ তথা সমগ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত জনগোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। কিন্তু উদ্দেশ্য যত মহৎই হোক, সে উদ্দেশ্যকে সফল করে তোলার উপযুক্ত ব্যবস্থা বা কর্মকৌশল যদি গ্রহণ না করা যায় তাহলে তা দিয়ে দেশ ও দশের কোন কল্যাণ হবে না।

প্রতীয়মান হয়, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে ঠিক সে ধরনের অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছে। সরকার সার্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যে তথা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করার জন্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছেন সত্য; কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো সুদীর্ঘকাল ধরে জিইয়ে থাকার কারণে উক্ত প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়নে যে গভীর অন্তরায়ের সৃষ্টি হয়েছে সে ব্যাপারে সরকার একরকম উদাসীনই বলা চলে। শিক্ষকের অভাব, শিক্ষা উপকরণের অভাব, স্কুলের অভাব- এসব সমস্যার কথা জানিয়ে প্রায়ই সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে। তাছাড়া দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে এমন অনেক স্কুল ভবন রয়েছে যেগুলোর অত্যন্ত জরাজীর্ণ অবস্থা। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে জানিয়েও কোন কাজ হয় না। এসব অসুবিধার জন্যে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে মারাত্মকভাবে। আবার এমন অনেক এলাকা আছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থার অভাবে যে সব এলাকার বহু স্কুল বয়সী ছেলে-মেয়ে স্কুলের গন্ডি পর্যন্ত পৌঁছতে পারছে না। অনেক ছেলে-মেয়ে আবার স্কুলে ভর্তি হয়েও এক পর্যায়ে লেখাপড়া ছেড়ে দিচ্ছে। বই পুস্তক ও আসবাবপত্রের অভাবেও অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। তাছাড়া প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের গাফিলতির কারণেও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে যা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সংকটকে ঘনীভূত করছে।

বস্তুতঃ এসব সমস্যার কথা আজ আর কারো অজানা নয়। কেননা, প্রায়ই খবরের কাগজে এসব সমস্যার কথা সবিস্তারে উল্লেখ করা হচ্ছে। পাশাপাশি প্রতিকারের কথাও বলা হচ্ছে। তবু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, প্রতিকারের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। আর তা হচ্ছে না বলেই প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে আজ এই স্থবিরতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ স্থবিরতা কাটিয়ে ওঠার জন্যে এখনই যদি উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেয়া হয় তাহলে আমরা নিশ্চিত যে, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সকল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যাবে। আর তাই আমরা সরকারকে এই সমস্যাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের কথা বলবো। আমরা আশা করবো, প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে সৃষ্ট স্থবিরতা নিরসনের জন্যে সরকার বাস্তব পরিকল্পনা ও কর্মকৌশল গ্রহণ করবেন। শিক্ষার স্বার্থে তথা সমগ্র জাতির স্বার্থেই সরকারকে এ বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে ভাবতে হবে এবং প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতেহবে